কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 APR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা উপকরণ হাতে উৎফুল্ল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জেলা প্রশাসকসহ কর্মকর্তারা।

পুরান ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

ব্যাগভর্তি উপহারসামগ্রী দিলেন জেলা প্রশাসক

জসীম রেজা ▷

ব্যাগভর্তি শিক্ষা উপকরণ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা খুদে শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ খুশিতে ব্যাগটি বুকে জড়িয়ে রাখে; আবার কেউ কেউ আনন্দে স্কুলের মাঠে ছোটাছুটি করতে থাকে। হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের আনন্দ যেন আর ধরে না; অন্য রকম এক সময় কাটিয়েছে তারা কাল। শিশুদের উল্লাস-উচ্ছ্বাসে মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল স্কুল প্রাঙ্গণ। শিশু শিক্ষার্থীদের হাসি-আনন্দের দৃশ্যগুলো মুঠোফোনের ক্যামেরায় ধারণ করতে ব্যস্ত ছিলেন শিক্ষকরাও।

গতকাল শনিবার পুরান ঢাকার সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন ঢাকা জেলা প্রশাসক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। কোতোয়ালি থানার মাহুৎটুলী সরকারি প্রাথমিক বালক-বালিকা বিদ্যালয় মাঠে বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস। কোতোয়ালি ও সূত্রাপুর থানার সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সকাল ৯টার দিকে মাহুৎটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সারি সারি চেয়ারের ওপর শিক্ষার্থীরা বসে ছিল। আর কিছু ছেলেশিক্ষার্থী স্কুলের প্রধান ফটকের সামনে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসককে স্বাগত জানাতেই সেখানে ছিল। তাদের অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছিল না। সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসক নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠানে এসে হাজির হলেন। অপেক্ষার পালা শেষ হয়; শিশুরা করতালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানায়।

অনুষ্ঠান শুরু হলে ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটসের সদস্যসচিব শাকিলা ইয়াসমিন বলেন, 'শিশুদের নখ পরিষ্কারের জন্য নেইল কাটার, হাত পরিষ্কার ও গোসলের জন্য লাক্স সাবান, জামাকাপড় ধোয়ার জন্য হুইল সাবান, লেখার জন্য কলম, খাতা, পেনসিল ও ইরেজার প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হবে। আজ ২০০ শিক্ষার্থীকে দেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যে আরো অন্য বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যেও বিতরণ করা হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত ঢাকা জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নাজমুল আবেদীন শিশুদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের ভালো করে পড়ালেখা শিখতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চলাফেরা করতে হবে। শিক্ষকদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনলে ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি করতে পারবে।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা জেলা প্রশাসক তোফাজ্জল হোসেন মিয়া শিশুদের উদ্দেশে বলেন, এসব শিক্ষা উপকরণ তোমাদের লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্যই আনা হয়েছে। তোমাদের সবাইকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। সে জন্য নিজের পড়ালেখাটা ঠিক রাখবে। পড়াশোনার পাশাপাশি অসহায় প্রতিবেশীদের সাহায্যে কাজ করবে। তোমাদের যখন কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন হবে, তোমরা তোমাদের শিক্ষক বা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অবশ্যই তোমাদের ডাকে আমি সাড়া দেব।' অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রত্যেক শিশুকে চারটি খাতা, ছয়টি পেনসিল, ছয়টি কলম, একটি লাক্স সাবান, একটি হুইল সাবান, একটি অ্যানার্জি বিস্কুটের প্যাকেট, একটি নেইল কাটার, একটি ইরেজার, একটি পেনসিল কাটার, ১০টি চকোলেট, একটি কাপড়ের ব্যাগসহ মোট ১১ ধরনের শিক্ষা উপকরণ খুদে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক।

মাহুৎটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী কলি আক্তারের হাতে জেলা প্রশাসক শিক্ষা উপকরণের ব্যাগটি তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে সে বুকে চেপে ধরে। কলি বলে, 'অনেক দিন ধইরা পড়ার জন্য নোট করার নতুন খাতা নাই। আজ বাসায় গিয়া ইংরেজি ও অংক পড়ার জন্য নোট করব। অনেকগুলা উপহার, অনেক ভালো লাগতাছে।'

উপহার পাওয়ার পর আল আমিন নামের এক ছাত্র এক দৌড়ে মাঠ থেকে ক্লাসরুমে ঢুকে যায়। ব্যাগটি খুলে জিনিসগুলো দেখতে থাকে। আল আমিন আনন্দে লাফাচ্ছিল। সে বলে, 'আমাগো ম্যাডাম নখ কাটার মেশিন (নেইল কাটার) দিয়া নউখ কাটতে বলছে। সাবান দিয়া হাত ধুইতে ও গোসল করতে কইছে। পেনসিল দিয়া ছবি আঁকব, কলম ও খাতা দিয়া লেখুম। বিস্কুটটা খাইতে অনেক মজা। যেই স্যাররা এই উপহার দিছে হেরা অনেক ভালো।'

অনুষ্ঠানে কোতোয়ালি থানার দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাহুৎটুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সিদ্দিকবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জন করে মোট ১০০ জনকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। এ ছাড়া সূত্রাপুর থানার বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ নবী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোকনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গেণ্ডারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন করে আরো ১০০ জনকে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়। সাতটি স্কুলের মোট ২০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে উপকরণ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল সাতটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।